بسم الله الرحمن الرحيم

Md. Shahriar Alam, MP
State Minister
মোঃ শাহ্‌রিয়ার আলম, এমপি
প্রতিমন্ত্রী

MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS
GOVERNMENT OF THE
PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
DHAKA

বাণী

২১ ফেব্রুয়ারি ২০২০

আজ অমর একুশে ফেব্রুয়ারি, মহান 'শহিদ দিবস' ও 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস'। ভাষা আন্দোলনের শুরুতে ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে কারা অন্তরিন করে পাকিস্তান সরকার। ১৯৫২ সালের এ দিনে মাতৃভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য জীবন দিয়েছিলেন সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার, শফিউরসহ বাংলার সংগ্রামী যুবকগণ। একুশের চেতনা আমাদের প্রাণে যে বিদ্রোহের অগ্নিশিখা প্রজ্বলিত করেছে সেটিই আলোকবর্তিকা হলো ৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধে।

একুশের এ মহান দিনে আমি গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, যাঁর কালজয়ী নেতৃত্বে ১৯৫২ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ভাষা, সংস্কৃতি ও স্বকীয়তার ভিত্তিতে আমরা অর্জন করেছি স্বাধীন বাংলাদেশ। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৪ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ২৯ তম অধিবেশনে প্রথম বারের মতো বাংলায় ভাষণ প্রদান করেন। বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভের পর বঙ্গবন্ধুই ১৯৭২ সালে বাংলাকে রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন।

আজকের এই দিনে আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং প্রবাসী বাঙালিদের প্রতি যাদের সুমহান দেশপ্রেম ও কঠোর পরিশ্রমের ফলে ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর জাতিসংঘের অঙ্গ-সংস্থা ইউনেস্কো ২১ ফেব্রুয়ারিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে ঘোষণা করে এবং ২০০০ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি থেকে জাতিসংঘের সদস্য দেশগুলিতে যথাযথ মর্যাদায় দিবসটি পালিত হচ্ছে।

দেশরত্ন শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করছে। বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধির হার আজ ৮.১৫ শতাংশ। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পাশাপাশি দারিদ্র্য বিমোচন, নারীর ক্ষমতায়ন, জলবায়ু পরিবর্তন, শিশু মৃত্যুর হার কমানোসহ নানা ক্ষেত্রে বাংলাদেশ আজ বিশ্বে রোল মডেলে পরিণত হয়েছে। এই সকল কিছুই সম্ভব হয়েছে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মাত্র সাড়ে তিন বছরে তৈরি করে দেয়া বিভিন্ন আইন ও নীতিমালার সঠিক বাস্তবায়নের ফলে যা হয়েছে গত দশকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে।

'অমর একুশে' শাণিত করে আমাদের দেশপ্রেমের চেতনাকে। দেশের মাটিতে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন যেমন গুরুত্বপূর্ণ বিদেশের মাটিতেও তা উদ্‌যাপন সমান ভূমিকা রাখে। তাই অভিনন্দন রইল বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশের সকল দূতাবাসের কূটনীতিক ও কর্মচারীবৃন্দের প্রতি যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে দেশের বাইরে যথাযথ মর্যাদায় পালিত হয় ২১ ফেব্রুয়ারিসহ সকল জাতীয় দিবস। আর মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা পাঠিয়ে স্বদেশের উন্নয়নে অবদান রাখা এবং প্রবাসে বাংলা ভাষা ও বাঙালি সংস্কৃতির চর্চার মাধ্যমে বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি বৃদ্ধির লক্ষ্যে অব্যাহতভাবে কাজ করার জন্য প্রবাসী ভাইবোনদের প্রতি রইল আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা।
১৯৫২'র ভাষা আন্দোলন ও একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবীত হয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উন্নয়ন রূপকল্পসমূহ বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমরা সবাই যার যার অবস্থান থেকে ঐক্যবদ্ধভাবে বাংলাদেশের জন্য নিয়ে আসব একটি সোনালী ভবিষ্যৎ - আসুন, আজকের মহান দিনে এই শপথ করি ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু,
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ শাহ্‌রিয়ার আলম, এমপি

ফোন ঃ (+৮৮০-২) ৯৫৬২৯৫৪, ফ্যাক্স ঃ (+৮৮০-২) ৯৫৫৬০২৮, E-mail: sm@mofa.gov.bd